The Daily Star 29 JUN 2025

Exporters fear losses as India slaps new restrictions

JAGARAN CHAKMA

Bangladesh's exporters fear losses as India has barred the import of several products—including some jute items—through land ports, threatening crucial trade flows and millions of dollars in earnings.

Exporters warn that though the products are allowed to enter through Maharashtra's Nhava Sheva Port, costs would rise sharply and undercut Bangladesh's competitiveness not only in the jute sector but across multiple sectors reliant on smooth cross-border trade.

Industry insiders say the new restrictions could deepen Bangladesh's export woes at a time when global demand remains fragile and other sectors—from garments to processed foods—also face trade hurdles.

They caution that prolonged barriers risk damaging Bangladesh's overall export performance and jeopardising the country's preferential market access to India, potentially delivering a significant blow to the economy.

On June 27, India imposed a ban on the import of certain jute products and woven fabrics from Bangladesh through land ports.

However, according to a notification from India's Directorate General of Foreign Trade, these products will still be permitted for import, but only through the Nhava Sheva Port.

On May 17, India banned the import of certain goods from Bangladesh through land ports, including readymade garments, fruits, processed foods, soft drinks, yarn, plastic and PVC products, and wooden furniture.

Previously, on April 15, Bangladesh banned the import of cotton, specifically yarn, from India through land ports to protect the domestic textile and spinning industry from what it perceived as unfair competition from cheaper Indian yarn.

Bangladesh exported goods worth $1.7 billion to India in FY 2023-24, according to data from the Export Promotion Bureau (EPB).

In the July-May period of the current fiscal year, it totalled $1.6 billion.

Bangladesh's export earnings from jute and jute goods fell by 16.16 percent year-on-year to $855.23 million in fiscal year 2023-24, down from $912 million in FY 2022-23.

This marks the third consecutive year of decline for the sector, which has been grappling with falling global demand and shifting market dynamics.

Between July and May of the current fiscal year, Bangladesh fetched $133 million from the export of raw jute and jute yarn, the EPB figures show.

"Bangladeshi exporters will now be unable to export jute and jute products due to a recent notification from India's Directorate General of Foreign Trade," said Mirza Koushik Ahmed, executive director of Reliance Jute Mills Ltd, situated in Keraniganj, Dhaka.

"Our jute exporters have become victims of politics, as bilateral relations between Bangladesh and India are currently strained," he said.

Ahmed said the route to the Nhava Sheva Port was not commercially viable for exporting jute products, given the additional logistics costs and transit times involved.

He said this restriction would severely impact Bangladesh's jute sector and the export of associated products—around 300 tonnes—to India per month.

Farhad Ahmed Akanda, chairman of the Bangladesh Jute Association, said the export restrictions through the land ports between Bangladesh and India would severely impact jute and jute goods exports.

"The cost for our buyers will increase because they will have to take delivery from the port. Besides, our cost of shipment through the Chattogram and Mongla ports will rise," he said.

Bangladesh exports around 13 lakh bales of raw jute, and India accounts for most of the shipment.

Akanda said most of their buyers were based in Kolkata and it would be convenient for them if India allowed shipments through the Kolkata port.

"Our buyers are pursuing the Indian authorities to allow shipments through Kolkata," he said, adding that no buyer has cancelled orders until now.

"They are assessing the cost," said Akanda.

Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), said restrictions on imports through land ports were having a significant economic impact.

At the same time, it is not feasible for Indian importers to avail jute and jute products via Mumbai, he said.

"Against this backdrop, we need to explore alternative solutions to overcome these challenges and to promote greater use of jute," he said.

He further noted that businesses involved in the jute sector were likely to face substantial difficulties.

However, Tahmidul Islam, owner of jute and jute product exporter Baeki Centre, sees India's ban on raw jute exports as a boon for the industry in Bangladesh, easing competition from West Bengal mills and curbing past price spikes.

"It's been good for us," he told The Daily Star.

He believes local production of yarn and finished goods can boost exports and market growth.

Yet he warns of smuggling risks and apprehends that lower raw jute prices might squeeze farmers' profits. "Overall, the situation is favourable," he added.

Bangladesh's exports to India could face setbacks due to new restrictions on several items, warned Mustafizur Rahman, a distinguished fellow at the Centre for Policy Dialogue (CPD).

He said jute exports must now take place via Mumbai's Nhava Sheva Port instead of land routes, raising costs and hurting competitiveness in a sector where India is a strong rival.

Restrictions on readymade garments and other products will also intensify competition with Indian producers and exporters from countries unaffected by such curbs, he said.

Though Bangladesh has imposed similar measures on Indian imports, dialogue is required to ease tensions, Rahman said.

He cautioned that persistent barriers could even jeopardise Bangladesh's zero-duty access to India, which would be a major blow for exports.

TOP 10 EXPORT ITEMS TO INDIA (JUL-MAY FY25)	EXPORTS (IN MN $)
Men's or boys' suits, jackets, trousers	218
Vegetable fats and oils	89
Footwear with rubber, plastic and leather soles	84
Used or new rags, scrap twine	78
Jute	75
Women's or girls' suits, jackets, skirts	72
Trunks, suitcases, handbags	67
Men's or boys' shirts	61
Fish (fresh or chilled)	59
Jerseys, pullovers, cardigans	59
Jute yarn	58

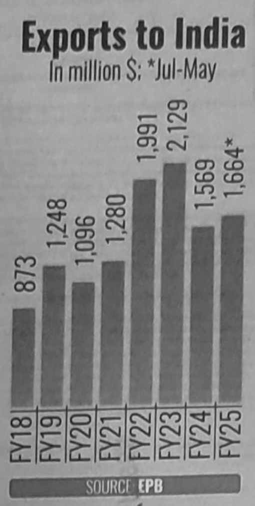

বণিক বার্তা

29 JUN 2025

২০২৫-২৬ মৌসুম

টানা তৃতীয় বছরের মতো বাড়তে পারে বিশ্বব্যাপী শস্য উৎপাদন

২০২৫-২৬ মৌসুমে বিশ্বব্যাপী মোট শস্য উৎপাদন পৌঁছতে পারে ২৩৭ কোটি ৭০ লাখ টনে, যা আগের দেয়া পূর্বাভাসের তুলনায় ২০ লাখ টন বেশি

আগামী মৌসুমে বিশ্বব্যাপী ভুট্টার ফলন সবচেয়ে বেশি বাড়তে পারে, যা বিশ্বব্যাপী মোট শস্য উৎপাদনে টানা তৃতীয় বছরের মতো প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

২০২৫-২৬ মৌসুমের জন্য বৈশ্বিক শস্য উৎপাদনের পূর্বাভাস আবারো সংশোধন করেছে ইন্টারন্যাশনাল গ্রেইনস কাউন্সিল (আইজিসি)। এ সময় বিশ্বব্যাপী মোট শস্য উৎপাদন পৌঁছতে পারে ২৩৭ কোটি ৭০ লাখ টনে, যা আগের দেয়া পূর্বাভাসের তুলনায় ২০ লাখ টন বেশি। আইজিসির গ্রেইন মার্কেট রিপোর্ট শীর্ষক প্রতিবেদনের সর্বশেষ সংস্করণে এ তথ্য উঠে এসেছে। খবর ওয়ার্ল্ডগ্রেইনডটকম।

সংস্থাটির পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী মৌসুমে বিশ্বব্যাপী ভুট্টার ফলন সবচেয়ে বেশি বাড়তে পারে, যা বিশ্বব্যাপী মোট শস্য উৎপাদনে টানা তৃতীয় বছরের মতো প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে।

আইজিসি আরো জানায়, উৎপাদন কিছুটা বাড়লেও মৌসুমের শুরুতে মজুদ কম থাকায় সামগ্রিক সরবরাহ আগের বছরের তুলনায় আরো কমতে পারে। বিশ্বের মোট মজুদ ৪ শতাংশ কমে ১০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্নে নেমে আসতে পারে। তবে ২০২৫-২৬ মৌসুমের শেষের দিকে শস্যের মজুদ কিছুটা বেড়ে ৫৮ কোটি ৬০ লাখ টনে দাঁড়াতে পারে। এ সময় যুক্তরাষ্ট্র ভুট্টা মজুদে সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি বজায় রাখবে।

আগামী মৌসুমে বিশ্বব্যাপী শস্যের আমদানি-রফতানি বাণিজ্য ২ শতাংশ বেড়ে ৪৩ কোটি টনে পৌঁছবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ সময় গমের মোট আমদানি-রফতানি বাড়ার পেছনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে রফতানি বৃদ্ধি।

দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলো সয়াবিন উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি বজায় রেখেছে। সামনের দিনগুলোয়ও এ ধারা বজায় থাকবে বলে পূর্বাভাস রয়েছে। এর প্রভাবে ২০২৫-২৬ মৌসুমে বিশ্বব্যাপী সয়াবিন উৎপাদন ১ শতাংশ বেড়ে ৪২ কোটি ৮০ লাখ টনে পৌঁছতে পারে।

আইজিসির দেয়া তথ্যানুযায়ী, ভোক্তা পর্যায়ে ব্যবহার ১৮ কোটি টন বাড়ার সম্ভাবনা থাকায় মৌসুম শেষে মজুদ কিছুটা কমে যেতে পারে। তবে প্রধান রফতানিকারক দেশগুলোয় মজুদ কিছুটা বেড়ে সাত বছরের সর্বোচ্চে পৌঁছতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গত বছর বিশ্বব্যাপী সয়াবিন আমদানি-রফতানি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে গিয়েছিল। চলতি বছরও তা আগের তুলনায় কিছুটা বেড়ে রেকর্ড ১৮ কোটি ৩০ লাখ টনে পৌঁছতে পারে।

বিশ্বে চাল উৎপাদনে শীর্ষ দেশ ভারতসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশে উৎপাদন বেশ কয়েকদিন ধরেই উর্ধ্বমুখী ধারা বজায় রেখেছে। আগামী মৌসুমেও তা আরো বাড়তে পারে। এ সময় মোট উৎপাদন পৌঁছতে পারে ৫৪ কোটি ৪০ লাখ টনে।

বাড়তি সরবরাহের কারণে এ সময় চালের ব্যবহার বাড়বে ১ শতাংশ। মোট মজুদও উর্ধ্বমুখী ধারা বজায় রাখবে। আইজিসির দেয়া তথ্যানুযায়ী, ২০২৫-২৬ মৌসুমে ভারতের মজুদ প্রায় পাঁচ কোটি টনে পৌঁছতে পারে। আফ্রিকায় চাহিদা বাড়ায় ২০২৬ সালে চালের আমদানি-রফতানি রেকর্ড ছয় কোটি টনে পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

বণিক বার্তা
29 JUN 2025

পাম অয়েল রফতানিতে ইন্দোনেশিয়া

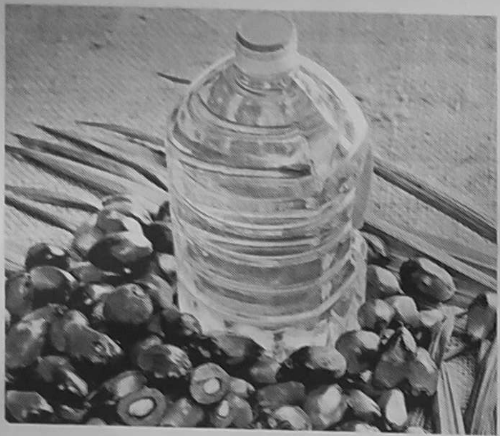

বিশ্বে পাম অয়েল রফতানিতে শীর্ষ দেশ ইন্দোনেশিয়া। দেশটির অর্থনীতির একটি বড় অংশ এ খাতের ওপর নির্ভরশীল। গত বছর ইন্দোনেশিয়া বিশ্বব্যাপী মোট ২ কোটি ৪২ লাখ টন পাম অয়েল রফতানি করে, যা আগের বছরের তুলনায় ৮ দশমিক ৬৫ শতাংশ বেশি। ইন্দোনেশিয়ার প্রধান রফতানি গন্তব্য দেশগুলোর মধ্যে ভারত, চীন, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ অন্যতম। পাম অয়েল খাতটি দেশটির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসংস্থানের উৎস। এ খাতের ওপর ইন্দোনেশিয়ার সরাসরি ও পরোক্ষভাবে ১ কোটি ৬২ লাখেরও বেশি মানুষের জীবিকা নির্ভরশীল

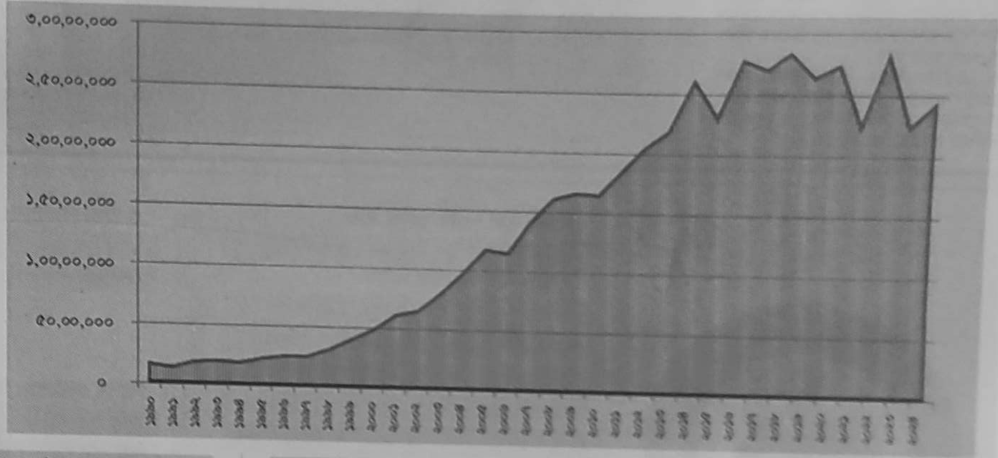

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
১৯৯০	১৪,৬০,০০০	৫০.৮৩%
১৯৯১	১২,০৭,০০০	-১৭.৩৩%
১৯৯২	১৭,১৭,০০০	৪২.২৫%
১৯৯৩	১৯,৩০,০০০	১২.৪১%
১৯৯৪	১৭,৯৮,০০০	-৬.৮৪%
১৯৯৫	২০,৮২,০০০	১৫.৮০%
১৯৯৬	২৪,২৭,০০০	১৬.৫৭%

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
১৯৯৭	২৩,৫৮,০০০	-২.৮৪%
১৯৯৮	৩০,৫৮,০০০	২৯.৬৯%
১৯৯৯	৩৮,৭১,০০০	২৬.৫৯%
২০০০	৪৭,৭৬,০০০	২৩.৩৮%
২০০১	৫৯,৭৯,০০০	২৫.১৯%
২০০২	৬৪,২২,০০০	৭.৪১%
২০০৩	৭৮,৫৬,০০০	২২.৩৩%

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
২০০৪	৯৬,২১,০০০	২২.৪৭%
২০০৫	১,১৬,৯৬,০০০	২১.৫৭%
২০০৬	১,১৪,১৯,০০০	-২.৩৭%
২০০৭	১,৩৯,৬৯,০০০	২২.৩৩%
২০০৮	১,৫৯,৬৪,০০০	১৪.২৮%
২০০৯	১,৬৫,৭৩,০০০	৩.৮১%
২০১০	১,৬৪,২৩,০০০	-০.৯১%

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
২০১১	১,৮৪,৫৩,০০০	১২.৩৬%
২০১২	২,০৩,৭৩,০০০	১০.৪০%
২০১৩	২,১৭,১৯,০০০	৬.৬১%
২০১৪	২,৫৯,৬৪,০০০	১৯.৫৫%
২০১৫	২,২৯,০৬,০০০	-১১.৭৮%
২০১৬	২,৭৬,৩৩,০০০	২০.৬৪%
২০১৭	২,৬৯,৬৭,০০০	-২.৪১%

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
২০১৮	২,৮২,৭৯,০০০	৪.৮৭%
২০১৯	২,৬২,৪৯,০০০	-৭.১৮%
২০২০	২,৭৩,২১,০০০	৪.০৮%
২০২১	২,২৩,২১,০০০	-১৮.৩০%
২০২২	২,৮৩,৭৭,০০০	২৫.৭৯%
২০২৩	২,২২,৭৩,০০০	-২০.৮৭%
২০২৪	২,৪২,০০,০০০	৮.৬৫%

সূত্র : ইনডেক্স মুন্ডি

প্রথম আলো
29 JUN 2025

দেশের রপ্তানিতে কতটা প্রভাব পড়বে

ভারতের নতুন বিধিনিষেধ

নতুন করে বিধিনিষেধের আওতায় থাকা ৯ ধরনের পণ্য গত অর্থবছরে ভারতে রপ্তানি হয়েছে ১৫ কোটি ডলারের।

মাসুদ মিলাদ, *চট্টগ্রাম*

বাংলাদেশ থেকে স্থলপথে নতুন করে ৯ ধরনের পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করেছে ভারত। শুক্রবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এই নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পর তা কার্যকর হয়েছে। তৃতীয় দফায় ভারতের এই নিষেধাজ্ঞা বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের দুশ্চিন্তায় ফেলছে।

ভারতের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশ থেকে এই ৯ পণ্য আমদানির জন্য সমুদ্রপথে একটি পথ খোলা রেখেছে দেশটি। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সমুদ্রপথে মুম্বাইয়ের নভোসেবা বন্দর দিয়ে এসব বাংলাদেশি পণ্য ভারতে নেওয়া যাবে। তবে সমুদ্রপথে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসব পণ্যের মোট রপ্তানির ১ শতাংশ রপ্তানি হয়। ফলে নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে মূলত এসব পণ্য রপ্তানির সহজ পথটি বন্ধ করে দিল ভারত।

ভারতের বিধিনিষেধের তালিকায় থাকা ৯ পণ্যের মধ্যে রয়েছে ফ্ল্যাক্স সুতার বর্জ্য, কাঁচা পাট, পাটের রোল, ফ্ল্যাক্স সুতা, পাটের সুতা, ফুড গ্রেড সুতা, লিনেন কাপড়, লিনেন ও তুলার সুতা মিশ্রিত কাপড় এবং কম প্রক্রিয়াজাত বোনা কাপড়। নিষেধাজ্ঞার তালিকায় মূলত কাঁচা পাট ও প্রক্রিয়াজাত পাটপণ্যই বেশি।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআরের হিসাবে, গত ২০২৩-২৪ অর্থবছর বাংলাদেশ থেকে এই ৯ পণ্য বিশ্বের ৮৮টি দেশে রপ্তানি হয়। রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৬৬ কোটি ডলার বা ৭ হাজার ২৮৩ কোটি টাকা। তুরস্কের পর এই ৯ পণ্য রপ্তানির দ্বিতীয় শীর্ষ গন্তব্য ভারত। ভারতে গত অর্থবছরে এই ৯ পণ্য রপ্তানি হয়েছে প্রায় ১৫ কোটি ডলারের, যা ওই ৯ পণ্যের মোট রপ্তানির প্রায় ২৩ শতাংশ।

এ নিয়ে বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানিতে তিন মাসে তিন দফায় অশুল্ক বাধা আরোপ করল ভারত। এর আগে গত ১৭ মে প্রথম দফায় বাংলাদেশ থেকে স্থলবন্দর দিয়ে তৈরি পোশাক, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, প্লাস্টিক, কাঠের আসবাব, সুতা ও সুতার উপজাত, ফল ও ফলের স্বাদযুক্ত পানীয়, কোমল পানীয় প্রভৃতি পণ্য আমদানিতে বিধিনিষেধ দিয়েছিল ভারত। এরপর গত ৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় ভারতের কলকাতা বিমানবন্দর ব্যবহার করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির সুবিধা প্রত্যাহার করে নেয় দেশটি।

> **রাজনৈতিক কারণে নেওয়া ভারতের এমন সিদ্ধান্তের কারণে দেশটিতে বাংলাদেশের কাঁচা পাট, পাট সুতা, পাটপণ্যসহ ৯ ধরনের পণ্য রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হবে। তবে পাট রপ্তানি কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সেটি বিশ্লেষণের জন্য বিজেএসএ ৩০ জুন বৈঠকে করবে।**
>
> **তাপস প্রামাণিক**, সভাপতি, বিজেএসএ

ভারতে কত রপ্তানি, কতটা প্রভাব পড়বে

এনবিআরের হিসাবে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রায় ১৫৯ কোটি ডলারে পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে গত শুক্রবার যেসব পণ্য রপ্তানিতে বিধিনিষেধ দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর রপ্তানির পরিমাণ ছিল প্রায় ১৫ কোটি ডলার, যা ভারতে মোট রপ্তানির ৯ শতাংশ।

এর আগে ১৭ মে যে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল, তাতে প্রায় ৫০ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হয়েছিল, যা মোট রপ্তানির ৩১ শতাংশ। অর্থাৎ সব মিলিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে মোট রপ্তানির ৪০ শতাংশ পণ্য নিষেধাজ্ঞার কারণে বাধার মুখে পড়েছে। এর বাইরে কলকাতা বিমানবন্দর ব্যবহার করে ভারত থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির যে সুবিধা প্রত্যাহার করেছিল, তাতে আকাশপথে বিশ্বের অন্য দেশে বাংলাদেশের রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হয়।

ক্ষতিগ্রস্ত হবে ১১৭ রপ্তানিকারক

ভারতের নতুন বিধিনিষেধ আরোপ করার আগে বাংলাদেশের ১১৭টি প্রতিষ্ঠান স্থলপথ ব্যবহার করে দেশটিতে পণ্য রপ্তানি করে আসছিল। এসব প্রতিষ্ঠান এখন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে নারায়ণগঞ্জের পপুলার জুট এক্সচেঞ্জ। মোট ১১৭টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এটি ভারতে সবচেয়ে বেশি পণ্য রপ্তানি করেছে, যার পরিমাণ ১ কোটি ১৬ লাখ ডলার।

পপুলার জুট এক্সচেঞ্জ সব মিলিয়ে গত অর্থবছরে বিভিন্ন দেশে ২ কোটি ৩২ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে। এর মধ্যেই ভারতে রপ্তানি করে তাদের মোট রপ্তানির ৫০ শতাংশে।

নতুন করে ভারত যে ৯ ধরনের পণ্য রপ্তানিতে বিধিনিষেধ দিয়েছে, সেসব পণ্য রপ্তানির শীর্ষ তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে নরসিংদীর জনতা জুট মিলস। গত অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ভারতে ১ কোটি ৩ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি করে, যা তাদের মোট রপ্তানির ১৩ শতাংশ।

জনতা জুট মিলস আকিজ বশির গ্রুপের প্রতিষ্ঠান। এই গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দীন।

একাধিক রপ্তানিকারকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, নতুন বিধিনিষেধের কারণে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকায় পাট রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোই বেশি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজেএসএ) সভাপতি তাপস প্রামাণিক *প্রথম আলো*কে বলেন, রাজনৈতিক কারণে নেওয়া ভারতের এমন সিদ্ধান্তের কারণে দেশটিতে বাংলাদেশের কাঁচা পাট, পাট সুতা, পাটপণ্যসহ ৯ ধরনের পণ্য রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হবে। তবে পাট রপ্তানি কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সেটি বিশ্লেষণের জন্য বিজেএসএ ৩০ জুন বৈঠক করবে। এরপর সরকারের করণীয় ঠিক করার অনুরোধ জানিয়ে যোগাযোগ করা হবে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে।

স্থলপথ বন্ধ হলেও সমুদ্রপথ খোলা আছে—এ বিষয়ে জানতে চাইলে তাপস প্রামাণিক বলেন, 'তা আছে। তবে জাহাজে করে মুম্বাইয়ের নভোসেবা বন্দর ঘুরে যদি পণ্য নিয়ে যেতে হয় পশ্চিমবঙ্গে, তাহলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াবে, সেটি সহজেই অনুমেয়। তবে আমি মনে করি, সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে ভারতের সঙ্গে কথা বলা ও আপত্তি জানানো উচিত।'

কেন্দ্র ★

সমকাল

29 JUN 2025

পাট রপ্তানিকারকরা উদ্বিগ্ন বাজার হারানোর শঙ্কা

■ সমকাল প্রতিবেদক

স্থলপথ দিয়ে বাংলাদেশের পাট ও পাটপণ্য আমদানিতে ভারতীয় নিষেধাজ্ঞায় এ খাতের রপ্তানি ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হতে পারে। সমুদ্রপথে পাট ও পাটপণ্য রপ্তানিতে ব্যয় বেশি। সময়ও বেশি লাগে। সমুদ্রপথে পাট ও পাটপণ্যের মতো ভারী পণ্য রপ্তানি লাভজনক নয়। সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ের সুবিধায় বাংলাদেশের এ ধরনের পণ্যের ৯৯ শতাংশই স্থলবন্দর দিয়ে রপ্তানি হয়ে থাকে। এ সুবিধায় দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের পাট ও পাটপণ্যের সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজার ভারত।

গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাট ও পাটপণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৫ কোটি ৯৪ লাখ ডলার বা ১ হাজার ৬৪৫ কোটি টাকার। এর মধ্যে স্থলবন্দর দিয়ে রপ্তানি হয়েছে ১৪ কোটি ৭৭ লাখ ডলারের পণ্য।

গত শুক্রবার ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য অধিদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে দেশটিতে বাংলাদেশ থেকে কাঁচা পাট, পাটের রোল, পাটের সুতা ও বিশেষ ধরনের কাপড় আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা জারির কথা জানানো হয়। স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি নিষেধাজ্ঞা দিলেও বাংলাদেশ থেকে এসব পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে সমুদ্রপথে মুম্বাইয়ের নভোসেবা বন্দর দিয়ে বাংলাদেশের এসব পণ্য ভারতে আমদানির সুযোগ রাখা হয়। ওইদিন থেকেই এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে।

জানতে চাইলে বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন ও রপ্তানিকারক সংগঠনের সভাপতি ও ক্রিয়েশন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাশেদুল করিম মুন্না গতকাল সমকালকে বলেন, হঠাৎ করে ভারতের এ সিদ্ধান্তে পাটপণ্যের রপ্তানিতে একটা ধাক্কা

স্থলপথে ভারতের নিষেধাজ্ঞা

লাগবে। কারণ, বাংলাদেশের পাটপণ্যের ভারতীয় আমদানিকারকরা মূলত কলকাতাভিত্তিক। স্থলপথে সহজেই কলকাতায় পণ্য পৌঁছানোর সুবিধা দুই দেশের জন্যই লাভজনক ছিল। এখন সমুদ্রপথে মুম্বাইয়ের নভোসেবা বন্দরে পণ্য পৌঁছানো ও সেখান থেকে আবার কলকাতায় নিয়ে আসতে হবে। এতে পরিবহন ব্যয় যেমন বাড়বে সময়ও বেশি ব্যয় হবে। এতে পাটপণ্য বাণিজ্যিকভাবে আর লাভজনক হবে না। তবে ইউরোপ এবং আমেরিকার বাজার লক্ষ্য করে পণ্যে বৈচিত্র্য আনা, মানোন্নয়ন এবং মূল্যসংযোজন করার পরিকল্পনা নেওয়া গেলে কাঁচা পাট রপ্তানির এ প্রতিবন্ধকতা পাট শিল্পের জন্য দীর্ঘমেয়াদে সুফল বয়ে আনতে পারে।

পাট ও পাটপণ্য আমদানিতে ভারতের নতুন সিদ্ধান্তের প্রভাব এবং করণীয় নিয়ে চিন্তা করছে সরকার। জানতে চাইলে পাটকল করপোরেশনের চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. কবীর উদ্দিন সিকদার সমকালকে বলেন, বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবন করছেন তারা। শিগগিরই সংশ্লিষ্টদের নিয়ে বৈঠকে বসবেন।

বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানিতে গত তিন মাসে তিন দফায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল ভারত। গত ১৭ মে স্থলবন্দর দিয়ে ভারতে তৈরি পোশাক, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, প্লাস্টিক, কাঠের আসবাব, সুতা ও সুতার উপজাত, ফল ও ফলের স্বাদযুক্ত পানীয়, কোমল পানীয় প্রভৃতি পণ্য আমদানিতে বিধিনিষেধ দিয়েছিল। এর পর গত ৯ এপ্রিল ভারতের কলকাতা বিমানবন্দর ব্যবহার করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির সুবিধা প্রত্যাহার করে ভারত।

CamScanner